দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JAN 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পাবনার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

।। হাবিবুর রহমান স্বপন ।।

সাথিয়া (পাবনা), ২৮শে জানুয়ারি)।- পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার হাল খুবই করুণ। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্রমশঃই ছাত্র-ছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে। শহর ও শহরতলীর স্কুলগুলোতে ছাত্রের তুলনায় জায়গা কম, শিক্ষক কম।

গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর চেয়ে উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে বেশী উৎসাহী।

জেলার ৫শ' ৮৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ জীর্ণ। ২শ' ২১টি স্কুলে পায়খানা-প্রস্রাবখানা নেই। বেশীরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনই কাঁচা। জানালা-দরজা নেই, নেই চেয়ার-বেঞ্চ। ৪শ' ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৪ জন করে শিক্ষক। ৫১টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩ জন শিক্ষক। স্কুলভবন আদৌ নেই, অথচ শিক্ষকরা বেতন পান— এমন স্কুলের সংখ্যা ৬টি। মাত্র ২ জন শিক্ষক স্কুল চালান— এমন স্কুলের সংখ্যা ৪টি।

বেশীরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক স্ব স্ব এলাকায় প্রভাবশালী, তারা ইচ্ছামাফিক ক্লাস নেয়। কেউ বাড়ির পার্শ্ববর্তী স্কুলে, কেউবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছেন। স্কুলগুলোতে নামমাত্র ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

সাথিয়া উপজেলার ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে মাত্র ৬ জন ছাত্র, চরভদ্রকোলায় ১০ জন, ব্যোয়াইলমারীতে ২০ জন, ছন্দহে ১৭ জন, তৈলকুপিতে ১৯ জন, কাজীপুরে ১৮ জন। এরকম অবস্থা বেশীরভাগ স্কুলে। এ সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে।

সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের তালিকার সাথে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার কোন মিল নেই।

বেড়া উপজেলার তালাচর, মধুপুর, সুজানগরের চরভদ্রা সদর উপজেলার চরঘোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রী নেই। শিক্ষকেরা মাসশেষে বেতন পান ঠিকই। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সামনে রেখে জেলার প্রায় দেড়শ' সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্টেশন দেয়া হয়েছে। আদৌ স্কুল করবার মত ঘর, চেয়ার-বেঞ্চ না থাকলেও এগুলোর রেজিস্টেশন হয়েছে।

গত '৮৭-৮৮'র বন্যায় এবং '৯০ সালের ঘুর্ণিঝড়ে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ উড়ে গেছে বা ধ্বসে গেছে, সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেই।